করোনা রোগীদের অক্সিজেন সিলিন্ডার বাসায় পৌঁছে দিচ্ছেন নারী বাতায়ন ও চেতনা

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বা উপসর্গের কারণে বেশিরভাগ রোগী শ্বাসকষ্টসহ নানা সমস্যায় ভুগছেন। বর্তমানে অনেক রোগী হাসপাতালসহ নিজ বাড়িতেই চিকিৎসকের পরাপর্শ অনুযায়ী চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করছেন। এ অবস্থায় অনেক করোনা রোগীর হঠাৎ করেই দেহের অক্সিজেন ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় বুঝে ওঠার আগেই রোগী অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে মৃত্যুবরণও করছেন। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে রোগীর স্বজনরা যদি বুঝতে পারেন তবে রোগীকে অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করে তাকে সুস্থ্য করে তোলা সম্ভব। কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং এলাকার চেতনা নামের একটি সংগঠন। স্থানীয় কিছু বন্ধুরা মিলে এ সংগঠনটি সামাজিক নানান কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত।

তবে এই মহামারী করোনাকালীন সময়ে হাউজিং এলাকায় করোনায় আক্রান্ত রোগীদের জন্য অক্সিজের প্রয়োজন পড়লো। ঠিক সেই মুহুর্ত্বে কি করা যায় এমন ভাবনা থেকেই স্থানীয় নারী বাতায়ন সংগঠনের সভাপতি সাফিনা আনজুম জনীর সাথে আলাপচারিতায় মুহুর্ত্বের নারী বাতায়নের পক্ষ থেকে কিছু মাস্ক ও দুইটি অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরহ করলো। এভাবেই পথচলা শুরু।

অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখা হলো জেলখানার মোড়ে স্বপন আলমের ফার্মেসীতে। যখন যার প্রয়োজন পড়বে তখনই অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যাবে। এভাবেই পরবর্তীতে নারী বাতায়ন আরও দ্ইুটি অক্সিজেন সিলিন্ডার দেওয়ার পর এভাবেই স্থানীয়দের সহযোগীতায় এখন এ সংগঠনের মোট ১৭টি অক্সিজেন সিলিন্ডার গোটা হাউজিং এলাকার মানুষের জন্য আশীর্বাদ হয়ে আছে।

করোনা রোগীদের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে রাত-বিরাতে প্রাপ্তি কিন্ত সহজ কাজ নয়।শহরের অধিকাংশ পরিবার যখন করোনা সংক্রমণের আশংকায় নিজেদের নানা কাজ থেকে গুটিয়ে নিয়েছিল তখনও অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ছুটে চলেছেন নারী বাতায়ন ও চেতনা নামের সংগঠন।

শ্বাসকষ্ট নিয়ে তীব্র যাতনায় বাড়িতে কাটাতে হয়েছে। এমন একজনের স্বজন জানান, করোনা আক্রান্ত হবার পর তার বোনের জন্য নারী বাতায়ন ও চেতনা সংগঠনের সরবরাহ করা অক্সিজেন সিলিন্ডার ছিল তার জন্য এক আশীর্বাদ।

কয়েকদিন আগে রাত ২টার সময় হাউজিং এলাকার বাসিন্দা নাসিম নামের একজন ফোন করে জানালো তার বোনের অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৮৫ হয়ে গেছে। তখন আমি চেতনা সংগঠনের শিশিরকে ফোন করলে সে আবার তাৎক্ষনিকভাবে স্বপন আলমকে বিষয়টি জানালে আবার গভীল রাতে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সাপোর্ট দিয়েছে। একঘণ্টা সাপোর্ট নেবার পরে আমার বোনের স্যাচুরেশন ঠিক হয়েছে। এই সার্ভিসটা এতো রাতে ঘরে বসে যে পেয়েছে একমাত্র সে-ই জানে এটা কতটা দরকার,।

বিষয়টি নিয়ে স্বপন আলম বলেন, বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধির পর থেকে গত দুই মাসে কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং এলাকার বিভিন্ন জায়গায় কোভিড১৯ রোগীর জন্য তিনি অক্সিজেন পৌঁছে দিয়েছেন।

পরিবারের মধ্যেও প্রথম দিকে উদ্বেগ ও অস্বস্তি ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেটা কেটে গেছে। তিনি বলেন, ” এ কাজটা করতে অনেক সাহস লাগে। অনেকে ভয় পাবে এই কাজ করতে। প্রথম দিকে কেমন কেমন মনে হলেও কিন্তু এখন অনেক ভালো লাগে। “একটা সিলিন্ডার যখন একটা বাসায় যায় তখন সেটা ২৪ ঘণ্টা ব্যবহার করলেই কাজ শেষ হচ্ছে না। অনেকের এক সপ্তাহ কিংবা ১৫দিনও লাগে। অনেকে ফোন করে প্রতিদিন। কিন্তু সিলিন্ডার কম হওয়ায় আমরা সবাইকে এ সেবা দিতে পারি না,” বলেন স্বপন আলম।
চেতনার আরেক সদস্য তানভীর শিশির বলেন, “যারা হাসপাতালে যেতে পারছিল না সেই সব রোগীদের আমরা অক্সিজেন সাপোর্ট দেয়া শুরু করলাম।

শুধু একটু সদিচ্ছা প্রয়োজন মানুষের পাশে থাকার জন্য, আমাদের উদ্যোগ ও ভালো কিছু করার ইচ্ছায় যথেষ্ট অনেক কিছু করার জন্য। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির পর থেকে বাংলাদেশের হু-হু করে বেড়েছে অক্সিজেন সিলিন্ডারের দাম। যে সিলিন্ডার এক সময় পাঁচ হাজার টাকায় পাওয়া যেতে সেটির দাম গিয়ে ঠেকেছে ১৬ হাজার টাকায়।

ফলে অক্সিজেন সরবরাহ করার খরচও বেড়ে গেছে কয়েক গুন। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন জনের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা জোগাড় করে এখন

পর্যন্ত ১৭টি অক্সিজেন সিলিন্ডার কেনা হয়েছে। ধন্যবাদ সকলকে ,ধন্যবাদ বন্ধুদের, এই মহামারিতে সবার পাশে দাঁড়াবার জন্য। ইনশাআল্লাহ্, আমাদের সকলের মহানুভবতায় মহামারীকে আমরা পরাজিত করবোই।

নারী বাতায়ন সংগঠনের সভাপতি সাফিনা আনজুম জনী বলেন, মহামারির শুরু থেকে সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক বিতরণের পাশাাপশি কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী, ওষুধ বিতরণ করছিলেন নারী বাতায়ন ও তার সহযোগীরা। এক পর্যায়ে এসে রোগীদের জন্য বাসায় অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ শুরু করেন। তব হাউজিং এলাকায় চারটি সহ বিভিন্ন এলাকায় অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ অব্যহত আছে। হাউজিং এলাকায় রাত-বিরাতে রোগীদের বাড়িতে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে ১০০’র বেশি রোগীকে এই সেবা দিয়েছেন সংগঠন দুটো।

রোগীদের অনেকেই বলছেন, আমাদের হাউজিং এলাকার মানুষের করোনায় যখন সমস্যা হয়, তখন সে কঠিন দু:সময়ে এই অক্সিজেন সেবা অনেকের জীবন বাঁচিয়েছে।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ১২ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ১১৬

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ১০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে এবং বাকী দুই জন করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা যান।

এছাড়াও একই সময়ে জেলায় নতুন করে আরও ১১৬ জন প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত হয়েছেন। পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার দাঁড়িয়েছে ২৭ দশমিক ৪৮ শতাংশে।

শুক্রবার সকালে করোনা ডেডিকেটেড কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. আব্দুল মোমেন এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, ‘করোনা ও উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া সবাই কুষ্টিয়া

করোনা ডেডিকেটেড ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে হাসপাতালে ২৬৭ জন ভর্তি আছেন এবং হোম আইসোলেশনে আছেন ২ হাজার ৯৩৯ জন। কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত ১৫ হাজার ৬১৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আর ৫৯৮ জন মারা গেছেন।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় করোনা শনাক্তের হার ২৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ। নতুন করে শনাক্ত হওয়া ১১৬ জনের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরের ৩৪ জন, দৌলতপুরের দুজন, কুমারখালীর ৩৩ জন, ভেড়ামারার ২২ জন, মিরপুরের ১৮ জন এবং খোকসা উপজেলার ৭ জন রয়েছেন।

এখন পর্যন্ত জেলায় ৯০ হাজার ২৮৮ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে ৮৪ হাজার ৪৩৫ জনের। বর্তমানে কুষ্টিয়ায় সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ হাজার ২০৬ জন। তাদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ২৬৭ জন ও হোম আইসোলেশনে আছেন ২ হাজার ৯৩৯ জন।

কুষ্টিয়া শেখ কামালের ৭২তম জন্মদিন উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব শহীদ শেখ কামালের ৭২তম জন্মদিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাযোগ্য উদযাপনের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসন কুষ্টিয়া কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এ উপলক্ষে জেলা কালেক্টরেট চত্বরে শহীদ শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে প্রথমে শ্রদ্ধা জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম ও জেলা পুলিশ সুপার মো: খাইরুল আলম। এসময় স্থানীয় সরকারে উপ পরিচালক মৃনাল কান্তি দে, কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোছাঃ শারমিন আখতার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রেজারী ও স্ট্যাম্প শাখা এবং নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়াও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক গাছের চারা বিতরণ, ভার্চুয়াল প্লটফর্মে আলোচনা এবং সকল মসজিদ মন্দির গীর্জা ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে দোয়া ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।
শেখ কামাল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ওয়ার কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীতে কমিশন লাভ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানির এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর শেখ কামাল সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি নিয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। কামাল বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য এবং শাহাদাত বরণের সময় বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের অঙ্গ-সংগঠন জাতীয় ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণের আগে তিনি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের এমএ শেষ পর্বের পরীক্ষা দিয়েছিলেন।

কুষ্টিয়ায় ৮ কোটি টাকার মাদক ধ্বংস করেছে বিজিবি

কুষ্টিয়া সীমান্তে বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার হওয়া ৮ কোটি ৬ লাখ ২১ হাজার টাকা মুল্য মানের বিভিন্ন ধরনের মাদক ধ্বংস করেছে ৪৭ বর্ডারগার্ড ব্যাটালিয়ন(বিজিবি)।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টার সময় সেক্টর সদর দপ্তর কুষ্টিয়ার অধিনস্থ ৪৭ ব্যাটালিয়ন কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই মাদক ধ্বংস করা হয়।ধ্বংসকৃত মাদকের মধ্যে ১৭ হাজার ২শ ৪ বোতল বিদেশী মদ, ৩হাজার ৮শ ২৭ বোতল ফেন্সিডিল, ৩শ৯২ কেজি গাজা, ১০ কেজি ৮শ৯ গ্রাম হিরোইন, ৫৭ হাজার ২শ ২৯ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট, ৩ হাজার ৪শ পিস ভায়াগ্রাসহ বিভিন্ন ধরনের মাদক। বিজিবি’র দাবী ধ্বংসকৃত এসব মাদকের আনুমানিক বাজারমুল্য ৮ কোটি ০৬ লাখ ২১ হাজার ৯শ ১০ টাকা।

পরিপূর্ন স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাদক ধ্বংসের উদ্বোধন করেন ৪৭ বর্ডারগার্ড ব্যাটালিয়ন কুষ্টিয়ার অধিনায়ক লেঃকর্ণেল গোলাম মোর্শেদ পিএসসি। মাদক সেবন এবং পাচার বন্ধে সকলের সহযোগীতা চেয়ে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বিজিবি অত্যান্ত নিষ্টার সাথে সীমান্তে কাজ করে যাচ্ছে। তাই দুর্গম সীমান্ত অঞ্চলের মাদক পাচার রোধের জন্য আরো বেশি কঠোর হওয়ার জন্য বিজিবি সদস্যদের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ১১ জনের মৃত্যু, মোট মৃত্যু ৫৮৯

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৯ জন এবং উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ২ জন। একই সময়ে ৫৯০টি নমুনা পরীক্ষা করে ২৩১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ৩৯ দশমিক ১৫ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার করোনা ডেডিকেটেড কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. আব্দুল মোমেন এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত এই মৃত্যু ও শনাক্ত হয়’। ‘করোনা ও উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া সবাই কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেটেড ২৫০-শয্যা জেনারেল হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ আশরাফুল আলম জানান, বর্তমানে হাসপাতালে ২৭৭ জন ভর্তি আছেন। জেলায় হোম আইসোলেশনে আছেন দুই হাজার ৯৮৮ জন। গতকাল জেলায় সুস্থ হয়েছেন ১২৩ জন।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডাঃ এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ৫০৩ জন এবং মারা গেছেন ৫৮৯ জন।

কুষ্টিয়ায় আরও ৭ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ১৪৩

কুষ্টিয়ার করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে করোনায় ছয়জন এবং উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন।

মঙ্গলবার (০৩ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে বুধবার (০৪ আগস্ট) সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ২০০ শয্যার করোনা ইউনিটে সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত রোগী ভর্তি রয়েছেন ২২৭ জন। এর মধ্যে করোনা নিয়ে ভর্তি রয়েছেন ১৮৮ জন এবং ৩৯ জন উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন।

এদিকে নতুন ৩৮৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১৪৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় করোনা শনাক্তের হার ৩৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ।

নতুন করে শনাক্ত হওয়া ১৪৩ জনের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরের ৭৪ জন, দৌলতপুরের ১১ জন, কুমারখালীর পাঁচজন, ভেড়ামারার ১০ জন, মিরপুরের ২১ জন এবং খোকসা উপজেলার ২২ জন রয়েছেন।

জেলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮৯ জনে। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ২৭২ জনে।

এখন পর্যন্ত জেলায় ৮৯ হাজার ৮১ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে ৮৩ হাজার ৪২০ জনের। বর্তমানে কুষ্টিয়ায় সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ হাজার ১৬৩ জন।

তাদের মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন ২৫৮ জন ও হোম আইসোলেশনে আছেন ২ হাজার ৯০৫ জন।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ৬ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ২৪৩

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে ৫৩৮টি নমুনা পরীক্ষায় ২৩৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ৪১ দশমিক ৪৪ শতাংশ।

মঙ্গলবার করোনা ডেডিকেটেড কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. আব্দুল মোমেন এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘সোমবার সকাল ৮টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত এই মৃত্যু ও শনাক্ত হয়। একই সময়ে জেলায় সুস্থ হয়েছেন ৩১৪ জন।’

‘করোনায় মারা যাওয়া সবাই কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেটেড ২৫০-শয্যা জেনারেল হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ছিলেন। উপসর্গ নিয়ে যারা মারা গেছেন তারা গতকাল দিনের বিভিন্ন সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।’

‘বর্তমানে হাসপাতালে ২৫৭ জন রোগী ভর্তি আছেন’ উল্লেখ করে তিনি জানান, জেলায় হোম আইসোলেশনে আছেন দুই হাজার ৯৭৫ জন।

এর আগের ২৪ ঘণ্টায় জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে নয় জন মারা যান। তাদের মধ্যে সাত জনের করোনা পজিটিভ ও দুই জনের উপসর্গ ছিল। একই সময়ে এক হাজার ২২৫টি নমুনা পরীক্ষা করে ৪৮০ জনের করোনা শনাক্ত হয়। পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ছিল ৩৯ দশমিক ১৮ শতাংশ।

হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ১২৯ জন এবং মারা গেছেন ৫৭৬ জন।

কুমারখালীতে স্ত্রীর মাথার চুল তুলে ফেলে তিন তালাক দিল স্বামী

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে স্ত্রীর মাথার চুল টেনে তুলে মুখে তিন তালাক দিয়েছেন স্বামী।

উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চর মহেন্দ্রপুর গ্রামে গত শুক্রবার এ ঘটনা ঘটে।

শনিবার রাতে অসুস্থ স্ত্রী মাহফুজা খাতুনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন তার বাবা সাহেব আলী।

নির্যাতনকারী স্বামী জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চড় মহেন্দ্রপুর গ্রামের মৃত ময়না শেখের ছেলে আলিম শেখ (৪০)।

নির্যাতনের শিকার দুই সন্তানের জননী মাহফুজা খাতুন জানান, টিউবওয়েল মেরামত করাকে কেন্দ্র করে তার স্বামী সাহেব আলী তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করলে সে প্রতিবাদ করে। তখন তার স্বামী ক্ষিপ্ত হয়ে মুখে তিন তালাক দিয়ে শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে থাকে। সে সময় তার চুলের মুঠো ধরে টানাহেঁচড়া করে তার স্বামী; তখন পরিবারের অন্যরা এসে তাকে উদ্ধার করেন।

তিনি জানান, পরবর্তীতে তিনি দেখেন তার মাথার চুল গোড়া থেকে উপরে তার স্বামীর হাতে রয়ে গেছে।

তিনি আরও জানান ১ মাস পূর্বে তার স্বামী কাঁচি দিয়ে তার মাথার বেশ কিছু চুল কেটে নেয়। যে কারণে তিনি বাবার বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ব্র্যাক এনজিওর মাধ্যমে তার স্বামী তাকে নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে কুমারখালী থানার ওসি কামরুজ্জামান তালুকদার জানান, এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কুষ্টিয়ার খোকসায় ভেজাল গুড় তৈরির কারখানায় অভিযানে ২জনের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ার খোকসায় অবৈধ রং, ফিটকিরি, চিটাগুড় মিশিয়ে আখের ভেজাল গুড় তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার রাতে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে খোকসা উপজেলা সদরের ডাকবাংলো মোড়ে দিলীপ ট্রেডার্স নামের ওই ভেজাল আখের গুড় তৈরির কারখানায় অভিযান চালানো হয়।

কারখানার মালিক সুকৌশলে পালিয়ে গেলেও কারখানার দুই কর্মচারীকে প্রত্যেককে এক মাসের কারাদন্ড প্রদান করেন আদালতের বিচারক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার মো: সবুজ হাসান।

দন্ডপ্রাপ্ত কর্মচারীরা হলো খোকসা ইউনিয়নের রতনপুর গ্রামের রশিদ হোসেনের ছেলে রেজউল ইসলাম ও রব্বান শেখের ছেলে রশিদ হোসেন জাহাঙ্গীর।

আদালত সূত্র জানায়, নিম্নমানের চিনির সঙ্গে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য রং, ফিটকিরি, চিটাগুড় মিশিয়ে আখের গুড় তৈরির সময় হাতেনাতে তাদের আটক করা হয়। এসময় ওইসব পণ্য জব্দ ও ভেজাল গুড় ধ্বংস করেন আদালত।এসময় ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় কারখানার চুল্লীগুলো নেভানো হয়।

অভিযান পরিচালনাকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো: সবুজ হাসান জানান, দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি নকল গুড় উৎপাদন করে আসছে, এমন অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটক কারখানার দুই কর্মচারীকে ভোক্তা সংরক্ষন আইন২০০৯ এর ৪৩ ও ৫২ ধারা মোতাবেক এক মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

তিনি আরও জানান, ভেজাল গুড় তৈরির কেমিক্যাল উদ্ধার করা হয়।

কারখানা থেকে নিম্ন মানের চিনি, ফিটকিরি ও বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর কেমিকেলসহ প্রচুর পরিমাণ ভেজাল গুড় জব্দ করা হয়। পরে ভেজাল গুড় তৈরির এসব উপকরণ ধ্বংস করা হয়।

অভিযানে সহায়তা করেন কুষ্টিয়া র্যার ১২ এর ইস্কাটন লিডার মোহাম্মদ ইলিয়াস খানসহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন চক্রটি খোকসা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় আখের ভেজাল গুড় তৈরি করে দেশব্যাপী বাজারজাত করে আসছে। বিভিন্ন সময়ে এদের একাধিক কারখানায় অভিযান চালিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের অভিযোগে জেল জরিমানা করার পরেও তারা আবার শুরু করে এই ভেজাল কর্মকান্ড।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ৮ জনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত আট জনের মৃত্যু হয়েছে। কুষ্টিয়ার করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে করোনায় আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৯ জুলাই) সকাল ৮টা থেকে শুক্রবার (৩০ জুলাই) সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। ৮ জনই করোনা শনাক্ত ছিলেন।

একই সময়ে ৩৫০টি নমুনা পরীক্ষায় ১৪৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ৪২ শতাংশ।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. ডা. আব্দুল মোমেন জানান, কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেডেট জেনারেল হাসপাতালের ২০০ বেডে করোনা ও উপসর্গ নিয়ে সকাল ৯টা পর্যন্ত রোগী ভর্তি রয়েছেন ২১৪ জন।

এর মধ্যে করোনা নিয়ে ভর্তি রয়েছেন ১৭১ জন এবং ৪৩ জন উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন। ৭০ শতাংশ রোগীর অক্সিজেন প্রয়োজন হচ্ছে।

এছাড়াও গত ২৪ ঘন্টায় আরও ১৪৭ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার গতদিনের চেয়ে বেড়ে ৪১ শতাংশ হয়েছে। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ২৬৩ জন করোনা রোগী।

গত ৭ দিনেই কুষ্টিয়ায় করোনা আক্রান্ত ৮৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১ হাজার ৩২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত শুধুমাত্র করোনা আক্রান্ত হয়ে ৫৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এ দিকে, ১৪ দিনের লকডাউনের অষ্টম দিনে শহরের প্রবেশ পথগুলোতে পুলিশ চেকপোস্ট বসিয়ে মানুষকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী জেলার কাঁচা বাজারগুলো সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত খোলা রাখা হচ্ছে।